সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইউ.কে. টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

৪ মার্চ ২০২২

আঁহযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)'র প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর আনুগত্যের ফলে, হযরত আবুবকর (রাঃ) যে মর্যাদা ও সম্মান লাভ করেছেন, আজ সারা পৃথিবী অতীব সম্মান ও গৌরবের সহিত তাঁর (রাঃ)'র নাম উচ্চারণ করে।

বর্তমান বিশ্বের উদ্বেগজনক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দরূদ শরীফ পাঠ, ইস্তেগফার ও দোয়ার আহ্বান।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

তাবারীর ইতিহাসে বর্ণিত রয়েছে, খলিফা রাশেদ-এর প্রথম খলিফা নির্বাচনের প্রাক্কালে **হযরত হুব্বাব বিন মুনযের (রাঃ)**'র রায় এরূপ ছিল; যেহেতু মুহাজের কুরাইশগণ আনসারদের ছত্রছায়ায় রয়েছেন, সেহেতু আনসারদের সিদ্ধান্তকেই তাঁদের মানতে হবে এবং এমতাবস্থায় একজন আমীর আনসারদের মধ্য হতে ও আর একজন আমীর মুহাজের কুরাইশদের মধ্য হতে নির্বাচিত করা হবে। অপরদিকে হযরত বশীর বিন সাদ (রাঃ)'র রায় এরূপ ছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর কুরাইশ গোত্র আমীর হওয়ার ক্ষেত্রে বেশী দাবী রাখে; তাঁরা আহলে বয়আতও বটে। সুনান নিশাঈ-তে পাওয়া যায় যে এ পরিস্থিতিতে হযরত উমর (রাঃ) দৃঢ়ভাবে বলেন; এক খাপে দুটি তরবারি থাকতে পারে না। সুতরাং তিনি (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ) হাত ধরে তাঁর (রাঃ)'র তিনটি বৈশিষ্টের এভাবে উল্লেখ করেন যেঃ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا অর্থাৎ, তাঁরা দু'জনেই যখন গুহায় অবস্থান করেছিলেন; তাঁরা নিজ সাথীদের বলতেন, দুঃখ করিও না! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সুতরাং ঐ অবস্থায় সেই গুহার মাঝে কে কে দু'জন ব্যক্তি ছিলেন? রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সঙ্গী কে ছিলেন? রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) আর কার সঙ্গে ছিলেন? একথা বলে যখন হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)'র বয়আত করে নেন তখন উপস্থিত সকল গোত্রের লোকেরা হযরত আবুবকর (রাঃ)'র বয়আত করে নেন। এ বয়আত **'সাকিফা'** ও **'বয়আত খাস্‌সা'** নামে সুপ্রসিদ্ধ রয়েছে।

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে বয়আত এর দ্বিতীয় দিন হযরত উমর (রাঃ) এক বক্তৃতায় বলেন; হো লোকেরা! আমি যেরূপ বলেছিলাম, আঁহযরত (সাঃ) মারা যাননি, কিন্তু আমি এর উল্লেখ কোন কিতাবুল্লাহ্ তে পাইনি এবং নবী করীম (সাঃ) আমাকে এ ব্যাপারে কোনরূপ ওসীয়ত করেও যাননি। আমি এটাই মনে করতাম যে, আমি প্রথমে মারা যাব এবং আঁহযরত (সাঃ) হবেন আমাদের মধ্যেকার শেষ ব্যক্তি। কিন্তু আল্লাহ্তাআলা ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ এ আয়াতকে বাস্তবমুখী করে এখন তোমাদের বিষয়টা এমন একজন মানুষের হাতে দিয়েছেন; যিনি তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম তথা আঁহযরত (সাঃ)এর সঙ্গী। সুতরাং ওঠো এবং তাঁর বয়আত কর। সুতরাং বয়আত সাকিফা'র পরে অন্যান্য মুসলিমরা হযরত আবুবকর (রাঃ)'র বয়আত করেন।

হযরত আবুবকর (রাঃ) গণ-বয়আতের দিন একটি খুতবা দেন। বলেন, **'যদিও আমাকে তোমাদের অভিভাবক বানানো হয়েছে, কিন্তু আমি তোমাদের**

মাঝে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই। যদি আমি আল্লাহ্ ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর আনুগত্য করি, তবে তোমরা আমার আনুগত্য করো; আর আমি যদি তা না করি তবে তোমাদের জন্য আমার আনুগত্য করা আবশ্যক নয়।'

হযরত আলী (রাঃ)'র হযরত আবুবকর (রাঃ)'র হাতে বয়আতের বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। আল্লামা ইবনে কসীর বলেন; হযরত আলী (রাঃ), নবী করীম (সাঃ)এর মৃত্যুর পরে অথবা তার পরদিন হযরত আবুবকর (রাঃ)'র বয়আত করেন। হযরত আলী (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)কে কখনও ত্যাগ করেননি আর না কখনো তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)'র পেছনে নামায আদায় ত্যাগ করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন যে, হযরত আলী (রাঃ) প্রথম প্রথম হযরত আবুবকর (রাঃ)'র বয়আতে দ্বিধা করেন; কিন্তু খোদা জানে, পরে তাঁর মনে কি পরিবর্তন হয় যে, তিনি (রাঃ) পাগড়িও পরিহিত ছিলেন না দ্রুত বয়আত করেন ও পরে পাগড়ি নিয়ে আসান। মনে হয় যেন; তাঁর অন্তরে এরূপ খেয়াল আসে যে এটা তো অবাধ্যতার বিষয়; তাই তিনি একাজ দ্রুততার সহিত করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, হযরত আবুবকর (রাঃ) মক্কার একজন সামান্য ব্যবসায়ী ছিলেন; কিন্তু হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর আনুগত্যের ফলে তিনি (রাঃ) সেই মর্যাদা ও সম্মান লাভ করেছেন যে, আজ সারা পৃথিবী অতীব সম্মান ও গৌরবের সহিত তাঁর (রাঃ)'র নাম উচ্চারণ করে। তাঁর (রাঃ)'র পিতাকে কেউ গিয়ে সংবাদ দেয় যে; মুবারক! আবুবকর (রাঃ) আজ খলিফা হয়ে গেছেন। প্রথমে তিনি তা বিশ্বাস করতে পারেন নি; কিন্তু পরে যখন তাঁকে বিশ্বাস দেওয়া হয়; তিনি বলেন, আল্লাহু আকবার! মহম্মদ (সাঃ)এর কি মহান মর্যাদা যে, আজ আবু কাহাফার পুত্রকে আরবেরা নিজেদের সর্দার স্বীকার করেছে। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় জেনে রাখ; আল্লাহ্তাআলা কারোরই উপকার নিজের জিম্মায় রাখেন না। তিনি তার বিনিময় হাজার-লক্ষ গুন বেশী করে ফিরিয়ে দেন, যেমনটি কেউ খোদার জন্য দান করে। হযরত আবুবকর (রাঃ) মক্কায় একটা সাধারণ কুটির ত্যাগ করেছিলেন; কিন্তু তার বিনিময়ে খোদাতাআলা তাঁকে এক সাম্রাজ্যের মালিক করে দেন।

হযরত আবুবকর (রাঃ) একবার একটি স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর শরীরে একটি ইয়েমেনের চাদর জড়ানো রয়েছে; কিন্তু, তার বুকের নিকটে দুটি দাগ রয়েছে। রসুলে করীম (সাঃ) সেই স্বপ্নের অর্থে একথা বলেন যে, ইয়েমেনের চাদরের অর্থ হচ্ছে; তুমি উত্তম সন্তান লাভ করবে এবং দুটি দাগের অর্থ হচ্ছে দুই বছরের আমারত; অর্থাৎ তুমি দুই বছর মুসলমানদের হাকিম থাকবে।

খেলাফত নির্বাচনের পরে হযরত আবুবকর (রাঃ)'র ব্যক্তিগত নির্বাহের জন্য বার্ষিক ছয় হাজার দিরহাম ওজিফার মঞ্জুরী দেওয়া হয়; কিন্তু যখন হযরত আবুবকর (রাঃ)'র মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তিনি নিকটাত্মীয়দের নির্দেশ দেন; 'এযাবৎ যে ওজিফা আমি বাইতুলমাল থেকে গ্রহণ করেছি, আমার অমুক অমুক জমি বিক্রি করে তার সমস্ত রকম যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং যখন হযরত উমর (রাঃ) খলিফা হন এবং হযরত আবুবকর (রাঃ)'র ঐ ফিরিয়ে দেওয়া অর্থ তাঁর নিকটে আসে; হযরত উমর (রাঃ) কেঁদে ফেলেন; এবং বলেন, 'হে আবুবকর সিদ্দীক, আপনি পরবর্তী খলীফাদের ওপর অনেক কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করে গেলেন!'

খোলাফায়ে রাশেদীনদের মধ্যে হযরত আবুবকর (রাঃ)'র খিলাফতকাল সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ছিল, মাত্র দুই বা সোয়া দুই বছর তিনি খলীফা ছিলেন। কিন্তু তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সোনালী এক অধ্যায় ছিল, কারণ তাঁকে সবচেয়ে বেশি কঠিন ও ভীতিসংকুল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল; কিন্তু আল্লাহ্তা'লার অসাধারণ সাহায্য ও কৃপায় হযরত আবুবকর (রাঃ)'র অসীম সাহসিকতা তথা গভীর ধীশক্তির মাধ্যমে দ্রুত তা শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে যায়।

হযরত আবুবকর (রাঃ) খিলাফতের প্রারম্ভেই পাঁচ প্রকার দুঃখ-বিপদাপদ তথা সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন; (১) মহানবী (সাঃ)এর মৃত্যু ও বিচ্ছেদের কঠিন বেদনা, (২) খিলাফতের নির্বাচন নিয়ে উম্মতের মাঝে বিভেদের শংকা, (৩) উসামার বাহিনী রওয়ানা করার বিষয়, (৪) মুসলমানদের একাংশের যাকাত দিতে অস্বীকৃতি ও মদীনায় আক্রমণের শংকা, (৫) মুরতাদ ও মিথ্যা নবুয়্যতের দাবীকারকদের বিদ্রোহ তথা যুদ্ধের হুমকি। ভয়ভীতির এই সময়ে শত্রুদের দমন ও বিপদাপদ দূরীকরণে আল্লাহ্‌তা'লা হযরত আবুবকর (রাঃ)কে একনিষ্ঠ সফলতা দান করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)কে মূসা (আঃ)এর প্রথম খলীফা হযরত **ইউশা বিন নূনের** সাদৃশ্য আখ্যা দিয়ে তাঁর মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান ও বিজয়ের সূচনার বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি (আঃ) বলেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

এই আয়াতে মূসায়ী ধারার খিলাফতের সাথে মুহাম্মদী ধারার খিলাফতের সাদৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। মূসা (আঃ)এর মৃত্যুর পর যেভাবে ইউশা সর্বপ্রথম তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তদ্রুপ মহানবী (সাঃ)এর মৃত্যুর পর আবুবকর (রাঃ)ও সবার আগে তা উপলব্ধি করেন। উভয় খেলাফতের প্রাক্কালে যেরূপ সাদৃশ্য রয়েছে অনুরূপভাবে খেলাফতীয় ধারার এক পর্যায়ে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম তথা উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর আবির্ভাব এই সাদৃশ্যকে মেলে ধরে। যেভাবে মূসা (আঃ)এর মৃত্যুর পর তাঁর উম্মত হযরত ইউশা বিন নূনের আহ্বানে সংঘবদ্ধ হয়ে যায়, অনুরূপ পরিস্থিতি হযরত আবুবকর (রাঃ) ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয়; এবং পরিশেষে সকলেই আঁহযরত (সাঃ)এর বিহনে ব্যাথাতুর হৃদয়ে ও অশ্রুনয়নে হযরত আবুবকর (রাঃ)'র খেলাফতকে শিরোধার্য করেন।

আয়াতে ইস্তেখলাফে-র উল্লেখ করে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন, খোদাতাআলা মোমিন ও পূণ্যবানদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, হযরত মুসা (আঃ) এর পরবর্তীতে এরূপ ধারায় খেলাফতের অনুরূপ ধারা তিনি প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং ইসলামকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করবেন; তার শেকড় ভূ-অভ্যন্তরে গ্রথিত করবেন তথা ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দেবেন। এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, ভয়-ভীতি ও অশান্তির যুগও আসবে, যাতে করে শান্তি দূরে চলে যাবে; অতঃপর খোদা সেই দূঃশ্চিন্তা ও অমানিসা'র অবস্থাকে পূনরায় নিরাপত্তা তথা শান্তির মাঝে পরিবর্তন করে দেবেন। অতএব এই ভীতি-ই ইউসা বিন নূন-এর ওপরে প্রভাবিত হয়েছিল; সুতরাং তাঁকে যেমন খোদার কালামের মাধ্যমে সান্তনা দেওয়া হয়; অনুরূপভাবে হযরত আবুবকর (রাঃ) কেও খোদার কালামের মাধ্যমে প্রশান্তি তথা সান্তনা দেওয়া হয়।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বর্তমানে পৃথিবীতে বিরাজমান যুদ্ধ-পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিশেষভাবে দোয়া করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এখন তো পরমানু যুদ্ধের ধমকি দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। এর পূর্বে কয়েকবার বলেছি যে, এর পরিনাম আগামী প্রজন্মকেও ভুগতে হবে। একমাত্র আল্লাহ্‌তাআলাই রয়েছেন; এসমস্ত লোকেদের সৎবুদ্ধি দান করুন। এসময়ে বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ ও ইস্তেগফার করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এক সময়ে জামাআতকে বিশেষভাবে নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে নামাযের রুকু থেকে দাঁড়িয়ে رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ এই দোয়াটি বেশি বেশি করে পাঠ করুন। আজকাল বিশ্বে যে পরিস্থিতি বিরাজমান; তাতে করে এ দোয়াটি বিশেষভাবে পড়া দরকার। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের হাসানাত বা কল্যাণরাজি দ্বারা ভূষিত করুন এবং সবরকম আগুনের আযাব থেকেও সবাইকে রক্ষা করুন। আমিন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) পরিশেষে সিরিয়ার প্রয়াত অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী শ্রদ্ধেয় আবুল ফারাজ আল্ হাসানী সাহেবের অসাধারণ পুণ্যরাজি ও তাঁর সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করে, জুমআর নামাযের পর মরহুমের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

4 MARCH 2022

Prepared by

MANSURAL HAQUE

NAZIM ANSARULLAH
DISTRICT BIRBHUM, WEST BENGAL

BANGLA KHUTBA KHULASA JUMAH
HUZOOR ANWAR (ATBA)

DISTRIBUTED BY

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.